সংবাদ

তারিখ ... 16 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

অর্থ পাচারের অভিযোগ

সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও আর্থিক বিবরণী চেয়েছে সরকার

রাকিব উদ্দিন

আর্থিক অনিয়ম বন্ধে দেশের ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংক হিসাব এবং আয়-ব্যয় খতিয়ে দেখার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের নির্দেশে ইতোমধ্যে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকের হিসাব নম্বর (অ্যাকাউন্ট নম্বর) চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব এবং বিগত দু'বছরের আর্থিক বিবরণী ইউজিসি'র কাছে জমা দিতে হবে।

কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিজ প্রতিষ্ঠানের ব্যাংকে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

ব্যাংক : অ্যাকাউন্ট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যাংক হিসাব নম্বরে থাকা অর্থ অন্য খাতে সরিয়ে ফেলেছে, এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সব প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে দারুল ইহসান সহ বিতর্কিত চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংক হিসাব চাওয়া হয়নি।

জানতে চাইলে ইউজিসি'র সদস্য (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) প্রফেসর ড. আতফুল হাই শিবলী গতকাল সংবাদ'কে বলেছেন, ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ব্যাংক হিসাব নম্বর ও আর্থিক বিবরণ পাঠিয়ে। অন্যরাও পাঠাচ্ছেন। তিনি জানান, সবার অ্যাকাউন্ট নম্বর ও ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট পাওয়ার পর সেগুলো চেক (যাচাই বাছাই) করা হবে। কেউ ভুল বা মিথ্যা তথ্য পাঠালে তা তদন্ত করা হবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০-এর ৪৪ (৬) বলা হয়েছে, 'কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা এর পক্ষে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, চ্যান্সেলরের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, দেশের বাইরের কোন উৎস হতে কোন তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে না এবং অনুরূপ কোন তহবিল সংগ্রহ করতে হলে সরকারের মাধ্যমে চ্যান্সেলরের কাছে অনুমোদন গ্রহণের আবেদন দাখিল করতে হবে'। একই আইনের (৭) ধারায় বলা হয়েছে, 'কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ তহবিলের অর্থ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় ব্যয় ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাবে না'।

এসব ধারা অনুযায়ী কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিলের টাকা অন্য খাতে রাখা বা স্থানান্তর আমলযোগ্য ও দন্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এ ধরনের অপরাধ করে আসছে বলে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ পড়েছে। আইনের এসব ধারা লংঘন করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করছে এবং পাচার করছে।

জানা গেছে, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের নির্দেশনানুযায়ী ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ব্যাংক হিসাব এবং বিগত দু'অর্থ বছরের ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা বিবরণী সংগ্রহ করতে গত ১৫ জানুয়ারি ইউজিসি'কে চিঠি দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পরে ইউজিসি আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সবকটি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব ও আর্থিক বিবরণী চেয়ে গত সপ্তাহে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে চিঠি দিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংবাদ'কে বলেন, সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ব্যাংক হিসাব ও মতামতসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। পরে এগুলো খতিয়ে দেখবে অর্থ মন্ত্রণালয়। যেসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও অর্থ পাচারের প্রমাণ পাওয়া যাবে সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার। ইউজিসি সূত্র জানায়, ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সাইন্স, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিসহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করছে।

এরমধ্যে পিএইচপি গ্রুপের ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সাইন্স'র উপাচার্য ড. আজিজ ইউজিসি'কে জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ প্রতিষ্ঠানের অর্থ পিএইচপি গ্রুপের অন্য হিসাব বা অ্যাকাউন্টে ব্যবহার করে আসছে এবং করছে। তবে ইউজিসি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেছে, এটা আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

ইউজিসি সূত্র জানায়, অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় একাধিক ব্যাংক হিসাব ব্যবহার করছে। প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য ও কর্তা ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠানের অর্থ নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে পাচার করছেন। তারা ইউজিসি'কে একটি কিংবা দু'টি হিসাব নম্বর প্রদানের চেষ্টা করছে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেছেন, যাদের ব্যাংক হিসাব নম্বর এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও অর্থ পাচারের প্রমাণ পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবে সরকার।